দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

সমাজ বিনির্মাণে নৈতিক শিক্ষা

শহিদ ইসলাম

শিশুদের পড়াশুনায় অভিভাবকগণ সবচেয়ে উদ্বিগ্ন ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে। কিভাবে এই জটিল বিষয়সমূহ সহজে আয়ত্ত করে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করা যায় তার কৌশল নিয়ে সবাই ব্যস্ত। পরীক্ষা, পরীক্ষা আর পরীক্ষা! এখন অনেকে বলতে শুরু করেছেন- দেশে আর শিক্ষার্থী নাই, সবাই পরীক্ষার্থী হয়ে গেছে। পরীক্ষায় ভাল ফল না করতে পারলেতো ভবিষ্যৎ অন্ধকার! সাথে আছে ভাল প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ঢাকায় বসবাস করে ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ বা নটরডেম কলেজে না পড়াতে পারলেতো জীবনটাই বৃথা! অতি সংক্ষিপ্ত পথে জীবনে সফল হওয়ার জন্য আমাদের অন্তহীন প্রচেষ্টা। অথচ জ্ঞানীরা বলে থাকেন, 'সফলতার কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই।' আমরা এত জটিল বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করি অথচ একবারের জন্যও সন্তানের নৈতিক শিক্ষার বিষয়টিকে আমলে নেইনি। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিংবা অভিভাবকদের ভাবনার মধ্যে যদি এটি না আসে তবে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি অবহেলিত হওয়ার ফলে নানাবিধ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যদি শিক্ষার্থী নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয় তাহলে কিভাবে সে সঠিক ও ভুলের পার্থক্য নির্ণয় করবে? অভিভাবক ও শিক্ষক প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন। জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। আমাদের সন্তানেরা ভবিষ্যতে ভাল অভিভাবক এবং সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আগামি দিনে তারাই দেশ ও জাতির নেতৃত্ব প্রদান করবে। প্রতিটি শিশু তার বাড়িতে পিতা-মাতার কাছ থেকেই নৈতিক শিক্ষা লাভ করবে। কিন্তু আমাদের সন্তানেরা পিতামাতার সান্নিধ্য খুব বেশি পায় না। যদি বাবা-মা চাকরিজীবী হন তাহলে তারা তেমন একটা সন্তানকে সময় দিতে পারেন না। বাসার কাজের লোকের তত্ত্বাবধানে থেকেই মূলত সন্তান বেড়ে উঠে। অথচ সন্তান যত বেশি মানুষের সান্নিধ্য পেয়ে বেড়ে উঠবে তার সুপ্ত গুণাবলির বিকাশ তত কাঙ্ক্ষিত হবে। মা-বাবা, দাদা-দাদী, আপনজন ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বেশি করে সময় পেলে শিশুদের সামাজিকীকরণ সুন্দর হয়। আর সুন্দর পরিবেশে শিশু বেড়ে উঠার সুযোগ পেলে তারা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন হয় এবং সত্য ও

সুন্দরকে চিনতে পারে।

মা-বাবা, অভিভাবক কিংবা শিক্ষকদের আচরণে বৈপরীত্য থাকলে তা শিশুদের মনে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু যে শিক্ষা পায়, সেটা বাস্তবে না মিললে তার মন দোদুল্যমান হয়ে উঠে। শিক্ষকদের কাছ থেকে সে শিখে- সদা সত্য কথা বলতে হয়, ধূমপান ক্ষতিকর, দুর্নীতি করা অন্যায়, অসৎ উপার্জন বর্জনীয় ইত্যাদি। বাবা-মা, শিক্ষকগণ তাদের জন্য রোল মডেল। কিন্তু তারা যখন দেখে তাদের অতি আপনজনেরা অনেক সময় সত্য কথা বলছেন না, বাবা ধূমপান করেন; চারদিকে যারা আয়ের সঙ্গে বৈষম্যহীন জীবন যাপন করেন তাদের জীবন অনেক বেশি আরামদায়ক, তখন তারা সাংঘাতিকরকম মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে। মানসিক চাপটা এক সময় বিস্ফোরণ ঘটায়। বাস্তবতা ও সত্যের মধ্যে মিল না থাকায় তারা অচেনা হয়ে যায়। কোনটি তারা গ্রহণ করবে, শিক্ষকদের নীতিবাক্য নাকি চারদিকের বিরাজমান বাস্তবতা। ফলে তাদের মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তা থেকে তাদের আচরণে ও অসঙ্গতি দেখা যায়। তারা মনে করতে থাকে মাঝে মাঝে অসত্য,কথা বলা যায়, নেশা করা খুব বেশি ক্ষতিকর নয়, আর দুর্নীতি অন্যায় নয়। তখন নামকরা স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাদের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে না। তারা পরিচিত পরিবেশে অপরিচিত হয়ে যায়।

সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে তাদের সঙ্গে জীবনের নানাবিধ পরিকল্পনা শেয়ার করা উচিত। তাদের পছন্দ-অপছন্দকে মূল্য দিয়ে তাদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ করা প্রয়োজন। তাদের বুঝানো যেতে পারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ছাত্র জীবনে কখনো তাদের কল্যাণ আনতে পারে না। অর্থ ব্যয়ে মিতব্যয়িতার শিক্ষা ও বন্ধু নির্বাচনে বাস্তবতা ও পারিবারিক মূল্যবোধকে বিবেচনায় নিতে হবে। অর্থনৈতিক ও বাস্তব জীবনের সম্পর্ক তাদের বুঝাতে হবে। শিশুর বন্ধু হতে হবে বাবা-মাকে। সন্তানকে বড় স্বপ্ন দেখাতে হবে। বাবা-মা'র সান্নিধ্যে থেকে মুক্তভাবে সন্তানের নিজস্ব আকাশে ওড়ে বেড়ানোর সুযোগ দিতে হবে। সন্তানকে বুঝান যায়, মা-বাবা-শিক্ষক আদর্শ মানুষ। আমার দেশ সব দেশের সেরা। মানবজাতির কল্যাণে সর্বাগ্রে। ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি নিহিত মানবকল্যাণে। এ সত্যের উপর তাদের আস্থা রাখতে হবে।

● লেখক: বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), ক্যাডার কর্মকর্তা।